গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯

সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র----------১

উপক্রমণিকা----------৩

সেকশন ১: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি----------৪

সেকশন ২: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (outcome/impact)----------৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ----------৭

সংযোজনী ১: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি----------১০

বাংলাদেশ শ্রমিক ফাউন্ডেশন এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

গত অর্থ বছরের (২০১৭-১৮) অর্জনসমূহ ঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোশাক শিল্পের কারখানা ব্যাতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা/ভ্যান চালক ইত্যাদি) খাতে শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার মাধ্যমে দেশে সাধারন শ্রমিক জনগোষ্ঠী ফাউন্ডেশনের যাবতীয় তথ্যাবলী খুব সহজেই জানতে পারছে এবং আর্থিক অনুদান ফরম ডাউনলোড করতে পারছে ।

২। ফাউন্ডেশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে ।

৩। দিনাজপুরে বয়লার বিস্ফোরন ঘটনায় মোট ২১ জন হতাহত শ্রমিককে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিততে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে মৃত ১৮ জন শ্রমিকের পরিবারকে প্রত্যেককে ২,২৫,০০০/- (দুই লক্ষ পচিশ হাজার) এবং ৩ জন আহত শ্রমিককে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।

৪। বর্তমান অর্থ বছরে ০৫ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১০৭৩ জন শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করা হয়েছে।

৫। বিভিন্ন কোম্পানী থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২৩,৭৫,০৫,৯৫০.৯৯ টাকা লভ্যাংশ সংগ্রহ করেছে।

৬। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিগত ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে সরেজমিনে লালমনিরহাট এর পাথরভাংগা শ্রমিকদের অবস্থা পরিদর্শন করে শ্রমিকদের পেশাগত রোগ নিয়ন্ত্রনে মাস্ক প্রদানসহ করনীয় কি সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার প্রেক্ষিতে পাথরভাংগা শ্রমিকদের কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭। গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার একটি কারখানায় দুর্ঘটনা জনিত কারনে মৃত্যুবরণকারী ০৫ জন শ্রমিকের পরিবারকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করা হয়।

৮। সিলেটের গোয়াইনঘাটে পাথর উত্তোলন করার সময় মাটি চাপায় পাঁচজন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৯। শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের শূন্য পদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পূর্বের ন্যায় আরো ১২ (বার) জন চিকিৎসক/মেডিকেল অফিসার নিয়োগ প্রদান করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সমস্যা সমূহ ঃ

১। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ;
২। অবকাঠামোগত দূর্বলতা ।

চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

১। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল শ্রমিক গোষ্ঠীকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবা সর্ম্পকে অবহিত করা।
২। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইনের আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর তহবিলে জমা দেয়ার কথা তাদের সকলের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা।
৩। প্রকৃত শ্রমিক বাছাইকরণ পূর্বক আর্থিক অনুদান প্রদান

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১। সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেবার আওতায় আনা।
২। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দেশের শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের চিকিৎসাসেবার পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করা ।
৩। আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে লভ্যাংশ প্রদান করার কথা তাদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহ ঃ

১। অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইনের আওতায় এনে লভ্যাংশ প্রদান সুনিশ্চিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের তহবিল বৃদ্ধি করা।

২। ব্যাপক প্রচারনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে অধিক সংখ্যক মানুষকে অবহিত করা এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে এ সেবার আওতায় নিয়ে আসা।

৩। আর্থিক অনুদানের পরিমান প্রায় দ্বিগুন করা এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৩০০ শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর / সংস্থা সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

এবং

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ সেকশন ১-৩ এ উল্লিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন-১

১.১। রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশের সকল অঞ্চল ও স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

১.২। অভিলক্ষ্য (Mission)

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করে সকল অঞ্চল ও স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবার আওতায় আনা।

১.৩। কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১। শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

১.৪। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর কার্যাবলি ঃ

১। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য নিম্নোক্ত ক্যাটাগরীতে নিম্নলিখিত হারে আর্থিক সহায়তা প্রদানঃ

(ক) কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হলে অথবা তার মৃত্যু ঘটলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তার পরিবারকে এককালীন অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ;

(খ) দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ;

(গ) কোন শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিক ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ;

(ঘ) কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিকের জরুরি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ;

(ঙ) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা;

(চ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা;

(ছ) এছাড়াও, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবনবীমাকরণের জন্য যৌথ বীমার প্রবর্তন এবং এ খাতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রিমিয়াম পরিশোধ।